২৫।১২।৮১ ... ...
... ... ... ...কলাম... ... ...

দৈনিক বাংলা

দৈনিক বাংলা

162

ডক্টর মীর্জা নুরুল হুদা মঙ্গলবার বঙ্গভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন।

প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ডঃ হুদার শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হবার আগে ডঃ হুদা প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ছিলেন।

বাসসর খবরে প্রকাশ, বঙ্গভবনের পরিচয় কক্ষে এই শপথ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান ও মন্ত্রিরা উপস্থিত ছিলেন।

নতুন দায়িত্বভার গ্রহণের পর ডঃ এম এন হুদা সকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাজার জিয়ারত করেন এবং সেখানে ফাতেহা পাঠ করেন। পরে তিনি বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন।

ডঃ হুদা গতকাল তদানীন্তন পাকিস্তান গণপরিষদের স্পীকার মৌলভী তমিজউদ্দিন খানের মাজার জিয়ারত এবং ফাতেহা পাঠ করেন। মরহুম তমিজউদ্দিন খান ডঃ হুদার শ্বশুর।

**সংক্ষিপ্ত পরিচিতি**

দেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ডঃ মীর্জা নূরুল হুদা ১৯১৯ সালে টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন।

ডঃ হুদা প্রাথমিক থেকে ডিগ্রী পর্যন্ত সব সময় বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্নাতক পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম হন এবং রাজা কালিনারায়ণ বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৪১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে মাস্টার অব আর্টস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৯৪৯ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।

ডঃ হুদা ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের রিডার হিসাবে যোগদান করেন। পরে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে তিনি

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

বিভিন্ন সময়ে প্রোক্টর, ছাত্রাবাসসমূহের প্রোভোস্ট এবং ডীন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬২ সালে তিনি পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৬৫ সালে তাঁকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর নিযুক্ত হন।

ডঃ হুদা ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসাবে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান ও অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডীন নির্বাচিত হন।

ডঃ হুদা পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি অর্থনৈতিক কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কর তদন্ত কমিটি, ঋণ তদন্ত কমিশন এবং পাকিস্তানের প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অর্থনীতিবিদ প্যানেলের সদস্য নিযুক্ত হন।

১৯৬৫ সালে তিনি পাকিস্তান অর্থনীতিবিদ সমিতির এবং ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন।

ডঃ হুদাকে ১৯৭৫ সালে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নিয়োগ করা হয় এবং বাণিজ্য ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়, কিছু কালের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত দায়িত্বও তার হাতে ছিল। ১৯৭৯ সালে তিনি অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৮০ সালের গোড়ার দিকে তাকে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হবার আগ পর্যন্ত তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ডঃ হুদা এসকাপ, ইউনেস্কো এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক ইনস্টিটিউটসহ বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান এবং বিশ্বের বহু দেশ সফর করেছেন।

অর্থনীতির উপর তার আঠারোটি গবেষণামূলক গ্রন্থ ও রচনা রয়েছে।

ডঃ হুদা বিবাহিত এবং এক পুত্র ও দুই কন্যার জনক। তাঁর স্ত্রী মিসেস কুলসুম হুদা তদানীন্তন পাকিস্তান গণপরিষদের স্পীকার মরহুম মৌলভী তমিজউদ্দিন খানের কন্যা। মিসেস হুদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা।